162

দৈনিক বাংলা

তারিখ 14 JUN 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

প্রাইমারী শিক্ষায় সাফল্য

উদ্যোগে আন্তরিক ও সনিষ্ঠ হলে যে কোন কিছুই সাধ্যের অতীত নয়, সে কথা প্রমাণিত হয়েছে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে। চলতি শিক্ষাবর্ষে দেশের প্রাইমারী স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির হার শতকরা ৯০ ভাগে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ প্রাইমারী স্কুলে যাবার যাদের বয়স হয়েছে, তাদের শতকরা ৯০ জনই এ বছর প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি হয়েছে। ১৯৯১ সালে এই বয়সের মাত্র ৬৫ শতাংশ ছেলেমেয়ে স্কুলে যেত। গত বছর এই ভর্তির হার ছিল ৮৬ দশমিক ৭৮ শতাংশ।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসেই শিক্ষার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। বিগত তিন বছরের বাজেটে এবং আগামী অর্থবছরের বাজেটেও শিক্ষাখাতে সর্বাধিক ব্যয়বরাদ্দ নির্ধারণ করে সরকার প্রমাণ করেছেন, ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নে তারা কতটা বদ্ধপরিকর।

সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা গেলে দেশের বহু সমস্যার সমাধান আপনাআপনি হয়ে যায়। আমাদের মত সীমিত সম্পদের বহু দেশ শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়ে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করে ব্যাপক উন্নতি সাধন করেছে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ শ্রীলঙ্কা। বাধ্যতামূলক শিক্ষা নিশ্চিত করে শ্রীলঙ্কা অন্যান্য ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতি করেছে। সকলের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব হলে দেশের স্বাস্থ্য সমস্যা, কর্মসংস্থান সমস্যা, জনসংখ্যা সমস্যা আপনাআপনি নিয়ন্ত্রণে আসে। জনসংখ্যাও সমস্যা না থেকে সম্পদে পরিণত হয়।

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার কথা এদেশে প্রচলিত আছে বহুকাল। কিন্তু কখনও সে কর্মসূচী বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হয়নি। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্ত করার লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে পরীক্ষামূলকভাবে ৬৮টি জেলার সদর থানাসমূহে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়। ১৯৯৩ সালেই দেশের সকল থানায় এই কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়। বাধ্যতামূলক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশের ৬৪টি জেলা, ৪৮১টি থানা, ৪,৪৬০টি ইউনিয়ন এবং ১৩,৩৮০টি ওয়ার্ডে তদারক ও সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়। তারা নিরন্তর কাজ করছেন। এর ওপর গত বছর থেকে 'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য' কর্মসূচী গ্রহণ করে সরকার প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক মাত্রা সংযোজন করেছেন। দেশের ৪৫০টি থানার একটি করে ইউনিয়নে ৪,৭৮৭টি প্রাইমারী স্কুল এবং ৪০০টি এবতেদায়ী মাদ্রাসায় 'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য' কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। এসব স্কুলে যেসব ছাত্রছাত্রী নিয়মিত হাজির থাকছে তাদের অভিভাবকদের সন্তানপিছু মাসে ১৫ কেজি করে (সর্বোচ্চ ৩০ কেজি) গম প্রদান করা হচ্ছে। ফলে এই স্কুলে ড্রপআউটের সংখ্যা তো কমছেই, নতুন করে ভর্তি হয়েছে ৬ লাখ ৬০ হাজার ২২৬ জন ছাত্রছাত্রী। সরকার এই কর্মসূচী আরও সম্প্রসারণের চিন্তা-ভাবনা করছেন। একই সঙ্গে ৪,১৫৮টি নতুন স্কুল নির্মাণ, ১৭,১৬০টি স্কুলের পুনঃ নির্মাণ, স্কুল মেরামতসহ শিক্ষক নিয়োগ, লক্ষ লক্ষ শিক্ষককে প্রশিক্ষণদানের কর্মসূচী বাস্তবায়নের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এক কথায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য সরকার সর্বব্যাপী সর্বমুখী পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচী বাস্তবায়নের কাজ আন্তরিকতার সঙ্গে সম্পন্ন করছেন। এই ধারা অব্যাহত রাখতে পারলে, আশা করা যায় ২০০০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করা যাবে।

এক্ষেত্রে তদারক ও সমন্বয় কাজ জোরদার করা, শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীতে যেন কোন দুর্নীতি প্রবেশ করতে না পারে সে ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া এবং বয়স্ক শিক্ষার ব্যাপারেও উদ্যোগ গ্রহণ করাই এখন সবচেয়ে জরুরী। এছাড়া স্কুলে যাবার উপযোগী যে ৯০ শতাংশ শিশু প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে, তারা যেন স্কুল ছেড়ে না যায়, সে ব্যবস্থাও নিশ্চিত করতে হবে। তার দায়িত্ব নিতে পারেন তদারক ও সমন্বয় কমিটি, দায়িত্ব নিতে পারেন স্কুলের শিক্ষক ও সচেতন সমাজকর্মীরা। এ ব্যাপারে সমন্বয় জোরদার করা সম্ভব হলে ড্রপআউট শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা সম্ভব।